



# বেগম রোকেয়া দিবস ২০২৩

শেখ হাসিনার বারতা  
নারী পুরুষ সমতা

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

০৯ ডিসেম্বর ২০২৩

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সহযোগিতায় : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



বাণী

রাষ্ট্রপতি  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ  
বঙ্গভবন, ঢাকা

২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩০  
০৯ ডিসেম্বর ২০২৩

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'বেগম রোকেয়া দিবস-২০২৩' উদ্‌যাপন এবং 'বেগম রোকেয়া পদক' প্রদানের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। দিবসটি উপলক্ষ্যে নারীজাগরণের অগ্রদূত ও মানবমুক্তির অগ্নিশিখা মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

নারী-পুরুষের সমতার দাবি নিয়ে কলম আন্দোলনের মাধ্যমে উপমহাদেশের নারীদের জীবনে পরিবর্তনের ধারা সূচিত করেছিলেন মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। নারীদের জীবনমান উন্নয়নে তিনি বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার মাধ্যমেও তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। নারীর দুঃখ-দুর্দশা ও সমান অধিকারের দাবি বেগম রোকেয়ার সাহিত্যে জোরালোভাবে উপস্থাপিত হতো। নারী আন্দোলনের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া নারীজাগরণের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন- 'তোমাদের কন্যাগুলিকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও, নিজেরাই নিজেদের অগ্নের সংস্থান করুক।' তিনি নারীসমাজকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ও অধিকার সচেতন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এবং কর্ম ও ধ্যানে ধারণ করতেন- 'মেয়ে মানুষ নয়, মানুষ হয়ে বাঁচতে হবে, তবেই সার্থক মানবজনমের।'

নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন ছাড়া দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়- এমন উপলব্ধি থেকেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর দেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে নারী শিক্ষার পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বীকরণ এবং নারী সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করতে আইন প্রণয়ন এবং সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি জাতির পিতার দর্শনের আলোকে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের নতুন ধারা সূচিত করেন। সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করেছে। পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা-২০১৩, ডিএনএ আইন-২০১৪ এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩-২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে এসব পদক্ষেপ মাইলফক হয়ে থাকবে।

বেগম রোকেয়ার আদর্শ ও উদ্যোগ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কার্যকর অবদান রাখবেন- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো: সাহাবুদ্দিন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



বাণী

প্রতিমন্ত্রী  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিবছর জাতীয়ভাবে ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া দিবস উদ্‌যাপন ও বেগম রোকেয়া পদক প্রদান করে। নারী শিক্ষা ও নারী মুক্তির অগ্রদূত মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার স্মৃতির প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও বিশ্বের সকল নারীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বেগম রোকেয়া ছিলেন উনিবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাবিদ, খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কারক। নারীরা যখন কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিধি-নিষেধের জালে বন্দি, শৃঙ্খলিত; তখন দুগ্ধ সাহসে বাঙালি নারীদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেগম রোকেয়া আবির্ভূত হন অবরোধ প্রথার মুক্তির দূত হিসেবে। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি নিজের প্রত্যয় ও আদর্শে অবচল থেকে শিক্ষার আলোতে নারীদের আলোকিত করেছেন। নারী শিক্ষায় বেগম রোকেয়া ছিলেন এক আলোকবর্তিকা, একটি আদর্শ এবং একটি অনুপ্রেরণা। 'যাহা হউক, মাতা, ভগিনী, কন্যা! আর ঘুমাইও না,- উঠ, কর্তব্য পথে অগ্রসর হও'- বেগম রোকেয়া তাঁর এই উক্তি দ্বারা সমগ্র নারীসমাজকে জাগৃত হওয়ার পাশাপাশি নিজের যোগ্যতা, দক্ষতা ও মানসিক শক্তিতে উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে সংবিধানে নারীর সমমর্যাদা, সমঅধিকার ও নারীর প্রতি বৈষম্য নিরোধের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তারই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বে রোল মডেল সৃষ্টি করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন, পিস ট্রি, এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড, সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড, লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড, এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার ও ক্রাইমেটো মৌলিক চ্যাম্পিয়ন লিডার অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ নবম বারের মতো দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে অবস্থান করছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্যবিমোচনের লক্ষ্যে ডিড্রিউবি কার্যক্রম, মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি, ক্ষুদ্রঋণ, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, ডে-কেয়ার সেন্টার, নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবা প্রদানের জন্য ২৪ ঘণ্টা টোল ফ্রি হটলাইন সেবা ১০৯, ১৩টি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারসহ ৪৭টি জেলা সদর হাসপাতাল ও ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া নারী ও শিশুর উন্নয়ন, সুরক্ষা এবং আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০; ডিঅস্ট্রাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪; বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭; যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮; জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১; জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১; শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশে সমন্বিত নীতি, ২০১৩; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২০; শিশু দিবাযাত্র কেন্দ্র আইন, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে, যার সুফল জনগণ পাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। বেগম রোকেয়া পদক ২০২৩ প্রাপ্ত সফল নারীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আমি বেগম রোকেয়া দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি



বেগম রোকেয়া: আমাদের স্বপ্ন সারথি



ফরিদা পারভীন

মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

তিমির রাতের অন্ধকারে, আশার আলো সঙ্গে করে  
দুয়ারে তোমার এসে দাঁড়াই, বোনটি আমার হাতটি ধরে।  
নিভা তোমার মনের ভেতর বিশ্ব জয়ের হাতছানিতে-  
গৃহকোণের বন্দিদশায়, শৃঙ্খলতার কড়া ভেঙে  
জ্ঞানস্পৃহায় গুমরে মরে যে বালিকা,  
বেরিয়ে পড়ে তারে নিয়ে, আগল ভেঙে সাহস করে।  
পথে আমি সঙ্গে আছি, মনে তোমার সাহস যদি থাকে চিরন্তন,  
সংস্কার আর রক্তচক্ষু, রুখবে কতক্ষণ?  
মাড়িয়ে কাঁটা পথের যত এগিয়ে চলে অবিরত,  
আঁধার সরে হবেই তবে আলোর বরিষণ।  
আপন আলোর হাজার ছটায় দূর করে সব অন্ধ বাবুড়,  
রাঙিয়ে দিলাম এই পৃথিবী, এইতো আমি তোমার সাথি।  
এই সাথি- আমাদের বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলিম সমাজের নারীদের অন্ধকার জীবন আপন আলোর হাজার ছটায় উজাসিত করতে এসেছিলেন বেগম রোকেয়া।

১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামের এক জমিদার পরিবারে বেগম রোকেয়ার জন্ম। বাবা জহিরুদ্দিন মুহম্মদ আবু আলী সাবের এবং মাতা রাহাতুল্লাসার ঘর আলো করে বেগম রোকেয়া যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন বাবা জহিরুদ্দিন মুহম্মদ আবু আলী সাবের এর জমিদারির প্রায় পড়ন্ত দশা। তারপরও তার শৈশব জীবন অতিক্রান্ত হয় তৎকালীন মুসলমান জমিদারি রীতি অনুযায়ী কঠোর পর্দা ও অনুশাসনের মধ্যে। সেই সময় মেয়েদের জন্য বাংলা শিক্ষা ছিল প্রায় নিষিদ্ধ। শুধু 'কোরআন শরীফ' পাঠ, নামাজ, রোজা ও ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের মধ্যেই তাদের শিক্ষার রেওয়াজ ছিল। রান্না করা, সেলাইসহ সুনিপুণ গৃহকল্যার কাজ, বড়োজোর স্বামী অথবা আত্মীয়স্বজনকে চিঠি লেখা, দু'একটা উর্দু বা ফারসি বই পড়তে পারা নারীরা চৌকস, মেধাবী হিসেবে গণ্য হতো।

কিন্তু ছোটবেলা থেকেই বেগম রোকেয়ার জ্ঞানচর্চার স্পৃহা ছিল আকাশচুম্বী। প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোনো সুযোগ তিনি পাননি। রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার মাঝেও নিজের প্রবল আগ্রহে প্রথমে বড়ো ভাই ও পরে স্বামীর সাহচর্যে বাংলা, উর্দু, ফার্সি, ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষাসহ সাহিত্যের মহাবিশ্বে বিচরণ করেন। আর তাই তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, শিক্ষাই হচ্ছে সেই শক্তি যা সমাজে নারীকেও পুরুষের মতো মর্যাদা দিতে পারে। পর্দা প্রথা আর কুৎসংস্কারের বেড়াভাল থেকে মুক্ত হতে হলে নারীকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। নারীকে সমাজে সুনামকরূপে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর মূলমন্ত্র, দিব্যাত্মির স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তিনি একদিকে যেমন কলম হাতে ভুলে নিয়েছিলেন, অন্যদিকে নিজ উদ্যোগে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে ঘরে ঘরে গিয়ে ছাত্রী সংগ্রহ করেছিলেন। অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রথমে ভাগলপুরে প্রতিষ্ঠা করেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়' এবং পরবর্তীতে তা কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন। স্কুলের শিক্ষকতা এবং দাপ্তরিক কাজকর্মও তিনি তাঁর সুনিপুণ দক্ষতায় নিবিড়ভাবে পরিচালনা করে গেছেন।

বেগম রোকেয়া লেখালেখিকে তাঁর অভীষ্টে পৌঁছানোর অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিটি প্রবন্ধে নারীদের যেমন সমাজের ঘেরোটোপ থেকে বেরিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তেমনি তৎকালীন সমাজের পচাংপদতাকে কষাঘাতও করেছেন। তাঁর অমর সৃষ্টি "সুলতানা'র স্বপ্ন" দিয়ে নারীকে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে চালকের আসনে তিনি প্রতিষ্ঠিত করবার দুর্দমনীয় সাহস দেখিয়েছিলেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রোকেয়ার সৃষ্টি সুলতানা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, অবাক বিস্ময়ে আজ আমরা আমাদের বর্তমান সমাজজীবনে তার বাস্তব চিত্র দেখতে পাচ্ছি।

বাংলাদেশ নারী-পুরুষের সমমর্যাদার পথে প্রভূত এগিয়েছে। রোকেয়ার যোগ্য উত্তরসূরি আজ এদেশের সফল রাষ্ট্রপ্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, যিনি আজ সমগ্র বাংলাদেশকে পরিচিত করেছেন নারী-পুরুষের সমগুণ্ডার রাষ্ট্রের রোল মডেল হিসেবে। বিশ্ব নেতৃত্বের কাছে বাংলাদেশ এখন এক বিস্ময়ের প্রতীক। এদেশকে সমীহের পর্যায়ে নিয়ে আসার চাবিকাঠি হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতা ও টেকসই কর্মপরিকল্পনা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল, এদেশ হবে 'সোনার বাংলা'। সেই স্বপ্ন পূরণের প্রথম ধাপ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ' ও 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশের সম্মান অর্জন করেছে। দেশের সকল মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্তি, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে তিনি দশটি বিষয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এরমধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন উল্লেখযোগ্য একটি উদ্যোগ, যার মাধ্যমে তিনি এদেশের উন্নয়ন যাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণকে দৃশ্যমান করেছেন। এছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে এর প্রতিটি অনুষ্ঠানে নারীকে সম্পৃক্ত করতে দেশের তৃণমূলকে সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় রয়েছে- মাতৃগণ্ডে থাকা শিশুর সুরক্ষা প্রকল্প, কিশোরী কন্যার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ও বাল্যবিবাহ থেকে মুক্তির রক্ষাকবচ হিসেবে প্রণয়ন করা হয়েছে কঠোর আইন, নিশ্চিত করা হচ্ছে আইনের বাস্তবায়ন। তেমনি খাদ্য নিরাপত্তায় ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ডিভারিউবি) কার্যক্রম, অতি দরিদ্রের পুষ্টির অভাব দূরীকরণে পুষ্টি কার্যক্রম রাইস ফার্টিফিকেশন, উদ্যোক্তা হিসেবে নারীকে প্রতিষ্ঠিত করতে ক্ষুদ্র ঋণ, জয়িতা ফাউন্ডেশন স্থাপন করে নারীর উৎপাদিত পণ্যের বহুমুখী বিপণন ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুরক্ষা অর্থাৎ জন্ম থেকে অশীতপরি বৃদ্ধা যে-কোনো বয়সি নারী যেন এদেশে সুরক্ষিত থাকে তার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

শুধু তাই নয়, দেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না- এ লক্ষ্যে আমার বাড়ি, আমার খামার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষা সহায়তা, কমিউনিটি ক্লিনিক ও শিশুর বিকাশ, বিনিয়োগ বিকাশ, পরিবেশ সুরক্ষা ও সবার জন্য বিদ্যুৎ- এই সকল উদ্যোগের সুফল আজ আমরা ভোগ করছি। নিজ অর্থায়নে নির্মিত প্রমত্তা পথার উপর স্বপ্নের পদ্ম সেতু, কর্ণফুলি টানেল, মেট্রোরেল, ঢাকা থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত রেললাইন কিংবা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল আজ দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার অকল্পনীয় নান্দনিক উদ্যোগ। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১, হাইটেক পার্ক নির্মাণসহ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একুশ শতকের উন্নত সমৃদ্ধ দেশ ও জাতি গড়ে তুলতে উন্নয়ন সম্ভাবনার প্রতিটি ক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

এখানেই সফল রাস্তানায়কোচিত নেতৃত্ব প্রদানের অভূতপূর্ব চিত্র, এখানেই যেন মহীয়সী বেগম রোকেয়ার সার্থকতা। তাঁর স্বপ্নের মতোই আজ এদেশের নারী বিশ্বসজা আলোকিত করে আছে। মেধা ও প্রজ্ঞায়, রাজনীতি ও কূটনৈতিক পারদর্শিতায়, দক্ষ প্রশাসক কিংবা বিচারকের ভূমিকায়, চিকিৎসক কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা কিংবা শিল্পকলায়, খেলাধুলা কিংবা পর্বতারোহণে পুরুষের সমান যোগ্যতায় কখনও বা অধিক যোগ্যতার প্রমাণ দিচ্ছে তার অগণিত উত্তরসূরি নারীরা। তাই বেগম রোকেয়া আজও 'নারীজাগরণের অগ্রদূত'।

বেগম রোকেয়া আজ স্ব-শরীরে আমাদের মাঝে নেই সত্য, কিন্তু তাঁর সংগ্রামী জীবনের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের অন্ধকার সময়ে নারীদের জীবনে যে আলোর প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন, কালের প্রবাহে সেই আলোর প্রদীপ চির আলোকিত করেছে কোটি নারীর জীবন, মন ও মনন। বেগম রোকেয়ার আদর্শ চির জাগরুক থাকুক। জয় বাংলা।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



বাণী

প্রধানমন্ত্রী  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩০  
০৯ ডিসেম্বর ২০২৩

বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষ্যে আমি বাঙালি নারী শিক্ষার প্রসার ও নারীজাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। বেগম রোকেয়ার জীবনাচরণ ও নারী শিক্ষার প্রসারে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ বছর যারা 'বেগম রোকেয়া পদক' পেয়েছেন আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বেগম রোকেয়া ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন আধুনিক নারী। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সমাজ তথা রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। তাঁর এই উপলব্ধি ও আদর্শ আজও আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায়।

বাংলাদেশে নারী শিক্ষার প্রসার ও নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন পথিকৃৎ। তিনি বিশ্বাস করতেন দেশকে এগিয়ে নিতে হলে এবং সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হলে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা ছাড়া তা সম্ভব নয়। তাই তিনি নারীর সমান অধিকার, সমমর্যাদা, সাম্য ও স্বাধীনতার অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করে সংবিধানে নারীর ক্ষমতায়নে শক্ত ভিত রচনা করেছিলেন। তিনি জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখার বিধান করেন। ১৯৭২ সালেই চাকরী ক্ষেত্রে নারীদের জন্য শতকরা ১০ ভাগ কোটা সংরক্ষণ করেন এবং ১৯৭৩ সালে তাঁর গৃহীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নারীকে সম্পৃক্ত করতে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ধারাকে বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমরা ১৯৯৭ সালে সর্বপ্রথম জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করি। ২০০৯ সালে ধারাবাহিকভাবে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে আমরা দেশে নারী শিক্ষার প্রসার, নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। আমরা নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করছি। বাল্যবিবাহ নিরোধের জন্য 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, আইন প্রণয়ন, প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের, সাংবাদিকতা, তথ্যপ্রযুক্তি, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং খেলাধুলাসহ পেশাভিত্তিক সকল স্তরে আজ নারীদের গর্বিত পদচারণা। এভারেস্ট বিজয় থেকে শুরু করে মানবাধিকার রক্ষা এবং জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের কর্মকাণ্ডে নারীরা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছেন।

নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ এশিয়ার দেশগুলোর শীর্ষে। জেভার সমতা সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অবস্থান আজ বিশ্বে ৭ম। আমাদের স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের প্রায় ৭০ শতাংশ নারী, তৈরি পোশাক কর্মীদের ৮০ শতাংশের বেশি নারীকর্মী। বর্তমানে সরকারি আসন ও নির্বাচিত ২২ জনসহ ৭২ জন নারী সংসদ সদস্য রয়েছেন। স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির সংখ্যা ১০ হাজারের অধিক।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর সফল বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ এখন দৃশ্যমান। নারী উন্নয়নের স্বীকৃতি হিসেবে আমরা জাতিসংঘের 'প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন'সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছি। এসডিজি অর্জনে ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সূচকে এগিয়ে থাকায় আমরা 'এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার' অর্জন করেছি। তাই বাংলাদেশ আজ নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের বিশ্বের কাছে অনুকরণীয়।

আমি 'বেগম রোকেয়া দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



বাণী

সচিব  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আজ ৯ ডিসেম্বর। নারীজাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার জন্ম ও মৃত্যু দিবস। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে এক সাহসী প্রতিবাদের নাম বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তিনি এ উপমহাদেশে নারীজাগরণের অগ্রদূত। মহীয়সী এ নারীর জন্ম ও প্রয়াণ দিবসে তাঁর স্মৃতির প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন একজন বাঙালি চিন্তাবিদ, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কারক। তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণীয় করে রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া দিবস উদ্‌যাপন করে থাকে। এ উপলক্ষ্যে নারীজাগরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য ৫ (পাঁচ) জন বিশিষ্ট নারীকে বেগম রোকেয়া পদকে ভূষিত করা হয়। এ বছর যারা এ পদক পেয়েছেন, তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বেগম রোকেয়া নারীজাগরণে শুধু স্বপ্নদ্রষ্টাই ছিলেন না বরং তাঁর স্বপ্ন-সাধনা, লালিত বোধ, বিশ্বাস ও আদর্শকে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য বহুমাত্রিক কর্মজের আয়োজনও করেছিলেন। তিনি নারী শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত হয়েছে সমাজের কুসংস্কার ও অবরোধপ্রথার কুফল, নারী শিক্ষার পক্ষে তাঁর নিজস্ব মতামত, নারীর প্রতি সামাজিক অবদাননা, নারীর অধিকার এবং নারীজাগরণ। বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহের বিরুদ্ধেও তাঁর লেখনী ছিল সোচ্চার।

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্থনীতির মূল স্রোতধারায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্ভবপর হয়। জাতির পিতা সংবিধানে নারীর অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণকে ত্বরান্বিত করেছেন। জাতির পিতার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ওপর সার্বিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এ লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা প্রাপ্তির সুযোগ, নারীর কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, বৈষম্যহীন, নারীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সরকারের নারীবান্ধব নীতি কৌশল বাস্তবায়নের কারণে জেভার বৈষম্য যেমন কমেছে, তেমনি বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বিশ্বের বিকাশমান দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে অবস্থান করছে। World Economic Forum কর্তৃক প্রকাশিত Gender Gap Index-2023 এ বিশ্বের ১৪৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫৯তম। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে টানা বারের মতো শীর্ষস্থানে অবস্থান করেছে বাংলাদেশ, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এসডিজি অভীষ্ট-৫ অর্জনে এক অভাবনীয় সাফল্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন ভাবনায় বড়ো অংশ জুড়ে আছে নারীমুক্তি ও নারীর ক্ষমতায়ন। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত নারী শিক্ষাকে অবৈতনিক ঘোষণা করা, নারীর প্রশিক্ষণের জন্য আলোচনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা, নারীর প্রাচ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Vulnerable Women Benefit Programme (VWB) এবং মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ, কিশোরী মেয়ের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে আইনের স্বাক্ষর করা এবং হেঙ্গে লাইন ১০৯ ও জয় মোবাইল অ্যাপস চালু করা হয়েছে। নির্যাতিত নারীর চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন, ডিএনএ ল্যাব স্থাপন এবং কাউন্সিলিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব, মানবিক ও উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়েছে।

নারী শিক্ষার প্রসার, নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি, ক্ষমতায়ন এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার অবরোধপ্রথার অবসান হবে এমনটাই স্বপ্ন দেখতেন বেগম রোকেয়া। নারী শিক্ষা, নারী অধিকার ও নারীর ক্ষমতায়নে তাঁর ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বেগম রোকেয়ার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা আরো দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাব। আজকের এ দিনে আমরা সেই প্রত্যাশা করছি। মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে এদেশের নারীরা আগামীরা স্মার্ট নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠুক এই আশা রাখা যায়। আমি বেগম রোকেয়া দিবস উদ্‌যাপন ও বেগম রোকেয়া পদক ২০২৩ প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

নাজমা মোবারেক